বাংলাদেশ পুলিশ
পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা

ইতঃপূর্বে উদ্ভাবিত/সহজিকৃত/ডিজিটাইজকৃত সেবাসমূহের ডাটাবেজ হালনাগাদকরণ ও ডাটাবেজের সেবাসমূহ অব্যাহত রাখা

**১। ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত ও উদ্ভাবিত তালিকাঃ**

| ক্রঃ | দপ্তরের নাম | উদ্ভাবনের নাম ও লিংক | উদ্ভাবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ | উদ্ভাবকের নাম ও ঠিকানা | ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ | সারা দেশে বাস্তবায়নযোগ্য কিনা? (হ্যাঁ/না) | অগ্রগতি | প্রত্যাশিত ফলাফল |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
| ১ | বাংলাদেশ পুলিশ | **(PIMS Leave Management System):-**<br><br>**URL- pims police.gov.bd** | ছুটি সংক্রান্তে Leave Management নামে একটি সফটওয়্যার চালু করা হয়েছে। এর মাধ্যমে বাংলাদেশ পুলিশের সকল সদস্যগণের ছুটি সংক্রান্তে আর্টিকেল ৪৭, সিসি, যোগদান ও প্রস্থান প্রতিবেদন পিআইএমএস হতে সৃজন করতে হয়। বাংলাদেশ পুলিশের PIMS ডাটাবেজে Dashboard ম্যানেজমেন্ট এর ব্যবহারের মাধ্যমে এ কাজ সম্পন্ন করা পিআইএমএস জেনারেটেড আর্টিকেল ৪৭, সিসি, যোগদান ও প্রস্থান প্রতিবেদন এর জন্য পুলিশের সকল ইউনিটের সাথে যোগাযোগপূর্বক ধারণা প্রদানসহ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করা হচ্ছে। | পিআইএমএস শাখা, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা | প্রযোজ্য নয় | হ্যাঁ | বাস্তবায়িত | সন্তোষজনক |
| ২. | | **Online GD**<br><br>**URL- https://gd.police. gov.bd/** | এই অ্যাপসটি চালু হওয়ায় জনসাধারণের থানায় আসা লাগে না। ঘরে বসে সুবিধা নিতে পারছে। কোন বিষয়ে জিডি করতে চাইলে আর থানায় যাওয়া আসার দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে না। এতে জনসাধারণ উপকৃত হচ্ছে।<br>এই অ্যাপের মাধ্যমে কোন গাড়ি চুরি/হারালে | পুলিশ সুপার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা | প্রযোজ্য নয় | হ্যাঁ | বাস্তবায়িত | সন্তোষজনক |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | এবং সেই গাড়ির কোন মামলা আছে কিনা সেক্ষেত্রে গাড়ির নম্বর দিয়ে সার্চ দিলে ডিটেইলস পাওয়া যায়। এই অ্যাপের মাধ্যমে থানায় ডিউটিরত অফিসার কোথায় আছে তার লোকেশন জানা যায়। কোন আসামী ফেইক/রিয়েল তার এনআইডি নম্বর দিয়ে সার্চ দিয়ে জানা যায়। | | | | | |
| ৩. | | Criminal Investigation Digital Management System (CIDMS)<br><br>URL- bpdms.police.gov.bd | এ সফটওয়্যারের মাধ্যমে তদন্তকারী কর্মকর্তাগণ দ্রুততম সময়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন ও ঠিকমতো তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করছেন কিনা তা সহজে মনিটরিং করা সম্ভব হবে। CIDMS সফটওয়্যারটির মূল লক্ষ্য হলো যে কোন মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক যথাসময়ে PO Visit নিশ্চিত করা। এখানে মামলার তদন্ত নিশ্চিত করার জন্য PO Visit করার পরে ছবি/ভিডিও/ভয়েজ আপলোড করার সিস্টেম রয়েছে। তাই একজন তদন্তকারী কর্মকর্তা যথাসময়ে PO Visit করল কি না সেটা নিশ্চিত হওয়া যায়। তিনি এ ক্ষেতে Supervising Officer এর একটি Role থাকে। এই সিস্টেমে মামলার Supervising Officer (ইন্সপেক্টর তদন্ত, ওসি ও সার্কেল অফিসার)-কে জবাব দিহিতার আওতায় আনার ব্যবস্থা রয়েছে। | বাংলাদেশ পুলিশ | প্রযোজ্য নয় | হ্যাঁ | চলমান | সন্তোষজনক |

২। ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত সহজিকৃত সেবার তালিকাঃ

| ক্রঃ | দপ্তরের নাম | সেবার নাম ও লিংক | সহজিকৃত সেবার সংক্ষিপ্ত বিবরণ | উদ্ভাবকের নাম ও ঠিকানা | ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ | সারা দেশে বাস্তবায়নযোগ্য কিনা? (হ্যাঁ/না) | অগ্রগতি | প্রত্যাশিত ফলাফল |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
| ১ | বাংলাদেশ পুলিশ | হালদা নদীতে সিসি ক্যামেরা স্থাপন<br><br>**URL- প্রযোজ্য নয়** | ৬০ কি. মি. দীর্ঘ হালদা নদী সর্বত্র সার্বক্ষণিক নজরদারীর মধ্যে রাখা দুষ্কর বিধায় প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজননের নিবিড় পয়েন্টসমূহ এবং ডলফিনের বিচরণক্ষেত্র সমহূকে নজরদারীর আওতায় আনার জন্য হালদা নদীর ০৮টি পয়েন্টে উন্নত প্রযুক্তির ০৮টি সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে।<br>1. PTZ IP Camera-02 টি<br>2. IPC 8MP Camera- 06 টি<br>হালদা নৌ ক্যাম্পে স্থাপিত কন্ট্রোলরুমের মাধ্যমে ০৮টি সিসি ক্যামেরা সার্বক্ষণিক মনিটরিং করা হয়। সেই সাথে নৌ পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকার কন্ট্রোলরুমে স্থাপিত মনিটরের মাধ্যমেও সিসি ক্যামেরার আওতাধীন হালদা নদীর গতিপথ সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। | নৌ পুলিশ | প্রযোজ্য নয় | হ্যাঁ | চলমান | সন্তোষজনক |
| ২. | | **E-Traffic Prosecution**<br><br>URL-pos **ম্যাসিন এর মাধ্যমে** | ডিজিটাল পদ্ধিতে ই-প্রসিকিউশন সিস্টেমে POS মেশিন ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশ পুলিশের ট্রাফিক ব্যবস্থাকে আরো স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতার আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশ পুলিশের ৭৩টি ইউনিটে ই-প্রশিকিউশনের মাধ্যমে POS মেশিন ব্যবহার করে যানবাহনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে ট্রাফিক পুলিশে POS মেশিন ব্যবহারের ফলে সেবাটি সহজীকরণ হয়েছে। সাধারণ জনগণও স্বল্পতম সময়ে E-Prosecution System- সেবাটি POS মেশিন এর মাধ্যমে পেয়ে উপকৃত হচ্ছে। | ডিএমপি, ঢাকা | প্রযোজ্য নয় | হ্যাঁ | চলমান | সন্তোষজনক |

৩। ইতঃপূর্বে ডিজিটাইজকৃত সেবার তালিকাঃ

| ক্রঃনং | দপ্তরের নাম | সেবার নাম ও লিংক | ডিজিটাইজকৃত সেবার সংক্ষিপ্ত বিবরণ | ভেন্ডরের নাম ও ঠিকানা | ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ | সারা দেশে বাস্তবায়নযোগ্য কিনা? (হ্যাঁ/না) | অগ্রগতি | প্রত্যাশিত ফলাফল |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
| ১ | বাংলাদেশ পুলিশ | কনস্টবল রিক্রুটমেন্ট প্রক্রিয়া<br><br>URL- http://police. teletalk.com.bd | নতুন নিয়মে কনস্টেবল নিয়োগে ০৭টি ধাপ অনুসরণ করে যোগ্য প্রার্থী বাছাই করা হয়। প্রিলিমিনারি স্ক্রিনিং ধাপে আগ্রহী প্রার্থীদের অনলাইনে আবেদন ফর্ম পূরণ করতে হয়। যাচাই বাছাই শেষে আবেদনকারীকে মুঠো ফোনে পরবর্তী ধাপে নির্বাচিত হওয়ার বিষয়টি জানিয়ে দেওয়া হয়। দ্বিতিয় ধাপে মোট ০৩ দিনে প্রার্থীর শারীরিক মাপ, কাগজ পত্রাদি ও শারীরিক সহনশীলতা পরীক্ষা নেওয়া হয়। তৃতিয় ধাপে প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হয়। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা মনস্তাত্ত্বিক ও মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার অনুমতি পায়। ০৪টি ধাপে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের প্রতি জেলার শূণ্য পদ ও কোঠা পদ্ধতি অনুসরণ পূর্বক মেধাক্রম অনুযায়ী প্রাথমিকভাবে নির্বাচন করা হয়। পরবর্তীতে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও পুলিশ ভেরিফিকেশন সন্তোষজনক হলে চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত বিবেচনা করে মৌলিক প্রশিক্ষণে প্রেরণ করা হয়ে থাকে। এভাবে কনস্টবল নিয়োগ প্রক্রিয়াটি সম্পাদন করা হয়। | আরঅ্যান্ডসিপি-১ পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা | প্রযোজ্য নয় | হ্যাঁ | বাস্তবায়িত | সন্তোষজনক |
| ২. | | Que Management System (QMS)<br><br>URL-প্রযোজ্য নয় | ময়মনসিংহ জেলায় Queue Management System (QMS) প্রথম চালু হয়। একজন নাগরিক থানায় সেবা নিতে এসে প্রথমে Queue | পুলিশ সুপার, ময়মনসিংহ জেলা | প্রযোজ্য নয় | হ্যাঁ | চলমান | সন্তোষজনক |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Management System হতে একটি টোকেন সংগ্রহ করেন। উক্ত টোকেন নিয়ে সার্ভিস ডেলিভারি অফিসার (এসডিও)-এর নিকটে তার প্রয়োজনীয় সেবার বিষয়টি বলেন। পরবর্তীতে সার্ভিস ডেলিভারি অফিসার তার অভিযোগের বিষয়ে সাধারণ ডাইরী ও অভিযোগ লিখে দেন। উক্ত লিখিত বিষয় নিয়ে ডিউটি অফিসারের কক্ষে যান। এরপর ডিউটি অফিসার সেবা গ্রহণকারীকে টোকেন নম্বর অনুসারে একটি জিডি নম্বর প্রদান করেন। উক্ত ডিভাইস এর সেবার মাধ্যমে সাধারণ জনগণ স্বল্পতম সময়ে কোন ধরনের হয়রানি ছাড়া আইনী সেবা গ্রহণ করেন। QMS ডিজিটাল ডিভাইসের মাধ্যমে ৪৫৪৮ জনকে সেবা প্রদান করা হয়েছে। মূলত সেবাটির মাধ্যমে সাধারণ ডাইরী/ অভিযোগ/ তথ্য/ অন্যান্য সেবা প্রদান করা হয়। ময়মনসিংহ রেঞ্জ অধিনস্থ ময়মনসিংহ জেলার সদর থানা, ত্রিশাল থানা, ভালুকা থানা ও নান্দাইল থানায় সেবা সহজীকরণ পদ্ধতিটি চালু আছে। ফলে সেবা প্রার্থীরা দালাল কিংবা অসৎ ব্যক্তি কর্তৃক প্রতারিত ও ভোগান্তী ছাড়াই প্রত্যাশিত সেবা পাচ্ছে। | | | | | |